

চন্দ্রকথা : ইসলামের ডুম্বামী ...

ফেরদৌস আরেফীন
arefin78@gmail.com

রমজান, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা, ঈদ-ই-মিলাদুননী (মুহম্মদের জন্মদিন), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত, আশুরা - এরকম আরো অনেকগুলো ইসলামী উৎসবের নাম আমরা জানি। এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো ইসলামী উৎসবের অস্তিত্ব আছে যেগুলো মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করেন। ভাল ... খুব ভাল। উৎসব ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব। উৎসবে আমার কোন আপত্তি নেই। আপত্তি হলো এই উৎসবগুলোর দিনক্ষন নিয়ে। একটু ভেঙেই বলি তাহলে -

ইসলামের প্রতিটি উৎসবই চন্দ্র বা চাঁদ নির্ভর। চন্দ্রমাসের হিসেবেই গননা করা হয় আরবী হিজরী সন। এই হিজরী সনের সিস্টেমটা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিমুখ এবং অযৌক্তিক, এটা নিশ্চই সবাই বোঝেন। তবুও একটু বলি। আমরা যে ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি, সেটি ৩৬৫ দিনে সম্পূর্ণ হয়। এর কারণ হলো, সূর্যকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫.২৫ দিন সময় লাগে। এই .২৫ দিনের হিসাবটা মেলাতে প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৬ দিনের বছর (লিপ ইয়ার) গননা করা হয়। এতটা বিজ্ঞানসম্মত একটা হিসেবের কাছে হিজরী সনের ব্যাপারটা কি একেবারেই বেখাপ্পা নয়? এই বেখাপ্পা সিস্টেমটার ওপর ভর করেই চলছে ইসলাম। ভেবে আমার শুধু হাসিই পায়। এই প্রসঙ্গেই কটা কথা বলতে চাইছি এখানে -

✚ চাঁদ ওঠার ব্যাপারটা যে আসলে চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে বিদ্যমান একটা আলো ছায়ার খেলা, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই আলো ছায়ার খেলাটাই নিয়ন্ত্রন করছে ইসলামের সব উৎসব - সব নিয়ম কানুন। আর সেজন্যেই সারাবিশ্বের মুসলমানরা চাইলেও পারেনা একত্রে উৎসব করতে। অবশ্য মুসলমানরা তা চায়ও না। এরকম কোন ভ্রাতৃত্ববোধ মুসলমানদের মধ্যে আদৌ কি আছে?

✚ চাঁদ দেখে ঈদ (বা অন্য কোন উৎসব) করাটা কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মবোধ থেকে বের হয়ে অন্যদিকেও ধাবিত হয়। যেমন, ১৯৭১-এর আগে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান) চাঁদ না উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখতে পাওয়ার সুবাদে এখানে ঈদ পালিত হয়েছে। কি হাস্যকর ঘটনা!!! যেখানে খোদাতায়ালার

নির্দেশ আছে স্বচক্ষে চাঁদ না দেখে ঈদ করার, সেখানে শাসনতন্ত্রের চাপে মুসলমানরা হাসিমুখে তা করেছে বহুবার। তাহলে, শাসনতন্ত্র যে ধর্মের চেয়েও শক্তিশালী ও মূল্যবান - তা মুসলমান দাদারা দয়া করে স্বীকার করবেন কি?

✚ বিজ্ঞান এগুচ্ছে। সাথে সাথে এগুচ্ছে পৃথিবী। শোনা যায় মানুষ চাঁদে থাকার বন্দোবস্থা করছে। অতিসত্বর চাঁদে জমিও বেচাকেনা শুরু হবে। যে মানুষটি চাঁদে থাকবে তার কি হবে? সে কি দেখে রোজা রাখবে, ঈদ করবে? নাকি পৃথিবীর যে দেশটির দখলে চাঁদ থাকবে, সে দেশের নিয়মেই হবে সবকিছু।

আসলে ইসলামের পুরোটাই ভুয়ামী। ডারউইনের তত্ত্ব থেকে আজকের এই জিনতত্ত্ব - বিজ্ঞানের এতসব আবিষ্কার যেমন এখনো ঘুচাতে পারেনি “স্বামীর পাজড়ের হাড় থেকে স্ত্রী তৈরীর তত্ত্ব”, তেমনি চাঁদে গিয়ে ঘর বানিয়ে দিয়েও এই অন্ধ মুসলমানগুলিকে ভোলানো যাবেনা তাদের প্রানপ্রিয় **চন্দ্রকথা**।

ফেরদৌস আরেফীন

১৯-১১-২০০৪, ঢাকা।